**The Chittagong University Journal of Arts and Humanities**
ISSN 1993-5536
VOL.XXXIV, 2018 (pp.1 - 16)
**Published in October, 2023**

# মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণায় বিজ্ঞাপনের শুভেচ্ছা বার্তা: প্রেক্ষিত সাপ্তাহিক *জয়বাংলা*

সুলতানা সুকন্যা বাশার*

**প্রতিপাদ্যসার**

বাঙালি জাতির শত বছরের সংগ্রামী ইতিহাস ও হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বিশ্বদরবারে পূর্ণমাত্রায় উপস্থাপন করেছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত বাঙালি জাতি যখন স্বাধিকার লাভে উদগ্রীব হয়ে ওঠে তখনই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী নির্মম হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিল যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ইতিহাসে অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা হিসেবে বিবেচিত। এ হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে বাঙালি জাতি বীরত্বের সাথে লড়াই করেছিল পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যা বিশ্ব গণমাধ্যমে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। যুদ্ধকালীন বাঙালি জাতির ত্যাগ তিতিক্ষা ও সংগ্রামের ইতিহাস আমরা পাই বিভিন্ন পত্রপত্রিকাসহ অন্যান্য উপাদান থেকে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *জয়বাংলা* পত্রিকাটিতে ছাপা হয়েছিল বিভিন্ন বিজ্ঞাপন। বাংলাদেশের যুদ্ধাবস্থায় জনগণের জন্য শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরিত হয়েছিল সেসব বিজ্ঞাপনে। বিজ্ঞাপনের সুগঠিত শব্দবিন্যাস কিভাবে যুদ্ধাহত দেশের সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল, কেনই বা ঐ সমস্ত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বাংলাদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিলো তা নিয়ে বর্তমান প্রেক্ষাপটে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেছি। *জয়বাংলা* পত্রিকাটিতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিকে কতটুকু যৌক্তিকভাবে সকলের নিকট তুলে ধরেছিল তার বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখ্যা বর্তমান প্রবন্ধে প্রকাশের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

## ভূমিকা

সময়ের দাবীতে বাংলাদেশের মানুষ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলার আপামর জনগণ মুক্তি পেতে রক্তের বিনিময়ে অর্জন করেছে স্বাধীনতা। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের খবর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতো বিভিন্নভাবে। কেননা, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের খবর ছাপা হলেও সরকারপন্থী পত্রিকায় স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানের পক্ষের খবরই প্রকাশিত হতো। দেশীয় সেসব পত্র-পত্রিকায় যুদ্ধের খবরের পাশাপাশি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতো সেগুলোতে স্বাধীনতার পক্ষে উৎসাহ জাগানিয়া শুভেচ্ছা বার্তা থাকত। বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *জয়বাংলায়* প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের উপর ভিত্তি করে উল্লিখিত প্রবন্ধটি রচনার ক্ষুদ্র প্রয়াস নেয়া হয়েছে। নিজস্ব পণ্যদ্রব্যের প্রচার প্রসার ঘটাতেই মূলত পত্রিকাসমূহে বিভিন্ন কোম্পানি বিজ্ঞাপন ছাপাতো। এসব বিজ্ঞাপনে পণ্যের গুণাগুণ উল্লিখিত থাকলেও মুক্তিযুদ্ধকালীন দেশীয় পত্রিকায় পণ্যের গুণাগুণের পাশাপাশি যুদ্ধে বাঙালির পক্ষে অবস্থান নিয়ে অনুপ্রাণিত করার বিষয়টিও আমরা দেখতে পেয়েছি উক্ত পত্রিকার বিজ্ঞাপনসমূহে। এমনকি বিজ্ঞাপনের শুভেচ্ছা বার্তায় ব্যবহৃত শব্দসমূহ স্বাধীন বাংলাদেশের যৌক্তিকতাকে প্রমাণ করে। প্রবন্ধে ব্যবহৃত বেশকিছু সংখ্যক তারিখ ও বানানরীতি সে সময়ের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু বিষয়গুলো *জয়বাংলা* পত্রিকা থেকে হুবহু তুলে ধরা হয়েছে। উক্ত পত্রিকার বিজ্ঞাপনসমূহের শুভেচ্ছাবাণীগুলো কতটা সময়োপযোগী এবং অনুপ্রেরণাদায়ক ছিল তা আলোচ্য প্রবন্ধে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রবন্ধের পরিশেষে কয়েকটি বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি সংযুক্ত করা হয়েছে যা অনু ইসলাম সম্পাদিত *জয়বাংলা* গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

## *জয়বাংলা* পত্রিকা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশের মানচিত্রে পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি নতুন দেশের অস্তিত্ব দেখা যায় ১৯৪৭ সালে। পাকিস্তানের দুটি অংশের একটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান ও অন্যটি পূর্ব বাংলা; পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্রের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যার নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান (আবুল মনসুর আহমেদ ১৯৯৫, ৩০৮)। যদিও এ পরিবর্তনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভাগ্যের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটেনি। প্রতিটি ক্ষেত্রে স্পষ্ট বৈষম্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ধীরে ধীরে স্বাধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়ে উঠে। রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের প্রেক্ষাপটে এ অঞ্চলের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের যাত্রা শুরু হলেও নানান পরিস্থিতির দরুণ ১৯৫৫ সালের ২৩শে অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগ হতে ‘মুসলিম’ শব্দটি বাদ দিয়ে একে একটি অসাম্প্রদায়িক সংগঠনে রূপান্তর করা হয় (মযহারুল ইসলাম ১৯৭৪, ১৫৬)। এ রাজনৈতিক দলটির নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩), শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬২) মতো বিজ্ঞ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতৃবর্গ। বিশিষ্ট যুবনেতা এবং পরবর্তীকালে বাঙালি জাতির জনক ও জাতীয়তাবাদের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) যুগ্ম সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন (অলি আহাদ ১৯৮৮, ২১৪)। প্রসঙ্গত, সময়ের বহমানতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব লাভ করেন।

পাকিস্তান সরকারের নানাবিধ অন্যায় অত্যাচারে যখন বাঙালির জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে তখনই মূলত বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে ধাবিত হয়। বাংলাদেশের মানুষের অধিকার অর্জন, দেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা এবং স্বীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির লক্ষ্যে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নিয়ে রাজনীতি করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (Sheikh Hasina 2018, 08)। তাঁর সুচিন্তিত রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ফলে বাঙালি জাতি পর্যায়ক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হয় যা মূলত প্রমাণ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল নায়ক ছিলেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার আপামর জনগণ স্বাধীনতা লাভের আশায় প্রস্তুতি নিতে থাকে; এরই মাঝে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২৫শে মার্চ রাতে নিরীহ বাঙালি জাতির উপর যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালায় তাতে প্রমাণিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ কতটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। ২৫শে মার্চের মধ্যরাত্রি থেকে ২৭শে মার্চ পর্যন্ত ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে নির্বিচারে পাকিস্তানিরা গণহত্যা চালিয়েছিল (মযহারুল ইসলাম ১৯৭৪, ৬৪৪)। মূলত পাকিস্তানের পিপলস পার্টি আওয়ামী লীগের কাছে পরাজিত হওয়ার পরেও ক্ষমতা হস্তান্তর না করে উল্টো অন্যায়ভাবে নির্যাতন করতে শুরু করেছিল। এর প্রেক্ষিতে ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ দিনের ব্যবধানে ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ভারতে গিয়ে প্রবাসী সরকার গঠন করেন (যা মুজিবনগর সরকার নামেও পরিচিত) এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার তার যাত্রা শুরু করেন। বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার আমবাগানে ১৭ই এপ্রিল এ সরকার শপথ গ্রহণ করে। এ স্থানটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে মূল কারণ হলো এটি ছিল মুক্তাঞ্চল এবং কলকাতার সাথে সড়ক যোগাযোগের পথটিও নিরাপদ ছিল (মোঃ মাহবুবর রহমান ১৯৯৯, ২৪৬-২৪৭)। ভারতের পূর্ণ সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকার কলকাতায় তাঁদের বিভিন্ন দপ্তরের কার্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তন্মধ্যে পার্ক সার্কাসের ২১/এ বালু হাককাক লেনের একটি ভবনে স্থাপিত হয়েছিল তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের মুখপত্র *জয়বাংলা* পত্রিকার অফিস (ফারুক আজম খান ২০১৫, ১৫)। মূলত *জয়বাংলা* একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১১ই মে ১৯৭১ সালে। তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য, বেতার ও গণমাধ্যমের ভারপ্রাপ্ত এম এন ও ইনচার্জ আব্দুল মান্নান, দৈনিক *ইত্তেফাকের* শিফট-ইন-চার্জ মাহমুদুল্লাহ চৌধুরী ও স্বাধীনতা পূর্ব রেডিও পাকিস্তানের অনুষ্ঠান প্রযোজক অনু ইসলাম সাপ্তাহিকটির অবকাঠামো নিয়ে বেশ আলাপ আলোচনা করার পর পত্রিকার কাগজের যোগানদাতা ও প্রিন্টিংয়ের স্পন্সর হিসেবে কলকাতার বিখ্যাত আনন্দবাজার গ্রুপের সহযোগিতা লাভ করেন। যদিও মুক্তিযুদ্ধে শুরুর দিকে দুদল্যমানতায় ছিল এই গ্রুপটি (জয়দীপ দে ২০২০, ০৭) । অন্যান্য সকল দিকে সাফল্যের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন আব্দুল মান্নান ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জিল্লুর রহমান এমপি। সংবাদ সংগ্রহের মূল দায়িত্ব ছিল প্রখ্যাত সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরী ও অনু ইসলামের। এ পত্রিকাটি ছিলো দুই কলামের এবং সাইজ ছিল ১৭//X১০১/২//, যার লেটারহেড তৈরি করেছিলেন পটুয়া কামরুল হাসান (অনু ইসলাম (সম্পা.) ২০০৭, ১,৩)। এ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন আহমদ রফিক, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে ছিলেন মতিন আহমদ চৌধুরী। শিয়ালদহ স্টেশনের নিকটবর্তী একটি প্রেসও আনন্দবাজার থেকে কাগজ সংগ্রহ করে মুজিবনগর *জয়বাংলা* প্রেস থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে আহমদ রফিক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এ পত্রিকাটি কুরিয়ার মারফত বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে যেত। পত্রিকাটির প্রারম্ভিক মূল্য ছিল ২০ পয়সা, তবে ৩য় সংখ্যা থেকে ২৫ পয়সা মূল্য ধার্য করা হয়েছিল (হাসিনা আহমেদ ২০১১, ৩৪)। দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা থেকেই শিয়ালদহ, হাওড়া স্টেশন, চৌরঙ্গি, গড়িয়াহাট, টালিগঞ্জ, বেলেঘাটার

রাস্তায় রাস্তায় ট্রাডিশানাল হকারদের মতো করেই *জয়বাংলা* বিক্রি করেছিলেন ভাষা আন্দোলনের অন্যতম বীর নেতা জনাব গাজী-উল-হক। এ পত্রিকাটি এক নম্বর তালিকাভুক্ত হয়ে আওয়ামী লীগের মুখপত্র হিসেবে ৩৪টি সংখ্যা প্রকাশ করেছিল (অনু ইসলাম (সম্পা.) ২০০৭, ০৩)। যদিও মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং মুক্তাঞ্চলে আরো অনেক সংবাদ-সাময়িকপত্র বেরিয়েছিল (মুনতাসির মামুন ২০১১, ৩৯)। আলোচ্য পত্রিকাটির *জয়বাংলা* নামকরণ করা হয়েছিল মূলত সময়ের দাবিতেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে *জয়বাংলা* স্লোগানটি ছিল চেতনা, শক্তি, আর অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাওয়ার এক প্রেরণা। এ স্লোগানের ভিত্তিতেই মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করে দেশের স্বাধীনতা আদায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাংলার আপামর জনগণ। এক কথায় এ স্লোগান ছিল মানসিক দৃঢ়তার এক ও অদ্বিতীয় শক্তি। বর্তমানে *জয়বাংলা* স্লোগানটি বাংলাদেশ হাইকোর্টের রায়ে জাতীয় স্লোগান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে *(দৈনিক প্রথম আলো ১১ই মার্চ, ২০২০, ০২)*। *জয়বাংলায়* প্রকাশিত সংবাদসমূহ নিঃসন্দেহে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বাঙালী সম্প্রদায়কে সচেতন করে তুলেছিল এবং বিশ্ব জনমত গঠনেও তাদের পূর্ণ সহযোগিতা আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করেছিল। উক্ত পত্রিকার বিজ্ঞাপনে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

## বিজ্ঞাপন কী ও কেন?

সাধারণত নতুন কোনো পণ্য উৎপন্ন হওয়ার পর সংবাদপত্র কিংবা অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে সেই পণ্য সম্পর্কে অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে বিবরণ প্রকাশ করাকে বিজ্ঞাপন বলে। অর্থাৎ, কোনো কিছু সম্পর্কে জনগণকে বিশেষভাবে জানানোই হচ্ছে বিজ্ঞাপন। সে অর্থে, বিজ্ঞাপনের শব্দগত অর্থ হচ্ছে জানানো, বিদিতকরণ বা বিশেষরূপে জ্ঞাত করানো (অনিল কুমার রায়চৌধুরী, প্রভাতকুমার গোস্বামী ১৯৮৪, ০২)। ইংরেজি advert শব্দটি এসেছে ল্যাটিন advertir থেকে যার অর্থ হলোঃ to direct attention অর্থাৎ মনোযোগকে কোনো বিশেষ লক্ষ্যে পরিচালিত করা (পার্থ চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৮, ১১)। এ থেকে বোঝা যায় যে কোনো প্রচার মাধ্যমের দ্বারা জনগণকে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি আহ্বান করা। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে বিজ্ঞাপনকে মন হতে পারে কোনো একটি পণ্যের বিক্রয়ের জন্য কিছু চমক সৃষ্টিকারী ধ্বনি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞাপন বহুসংখ্যক লোককে একত্রে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস সম্পর্কে ধারণা দেয়। এতে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, বিজ্ঞাপন নানা বিকল্পের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট কোনো একটা কিছু খুঁজে নেবার অধিকার দেয়। এসব বিজ্ঞাপন একই সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কেননা, জীবনযাত্রাকে সহজতর করার লক্ষ্যেই প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় এবং এতে একটি সমাজের যাপিত জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। তাছাড়া মানুষ বিজ্ঞাপনের কল্যাণে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কিংবা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনেও চেষ্টা করে থাকে। বিজ্ঞাপনের ভাষা মানুষকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে । এর প্রমাণ আমরা পাই, ম্যাগী নুডলসের রন্ধনপ্রণালী মাত্র দুই মিনিটে সম্পন্ন করা যায়– এই বিজ্ঞাপন প্রচারিত হবার পর দেশের অন্যান্য নুডলসের চেয়ে ম্যাগী নুডলসের বিক্রয় হার বেড়েছে। অথচ, অন্যান্য নুডলসও একই সময়ের মধ্যে রন্ধন উপযোগী হলেও শুধুমাত্র শব্দবিন্যাসের গুণে ম্যাগী নুডলসের বিক্রয় হার ঊর্ধ্বমুখী। যথাযথ শব্দের বিন্যাস মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলে, যা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সহজে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছায়। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞাপন গবেষক William M. Weilbacher বলেন, 'Successful advertising causes some changes in the consumer's knowledge, attitudes or behaviour' (Weilbacher 1979, 15).

## সাপ্তাহিক *জয়বাংলা*-য় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ভিত্তিক শুভেচ্ছা বার্তাসমূহ

মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসে অবস্থান নিয়ে যখন *জয়বাংলা* পত্রিকা প্রকাশের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছিল তখন এ পত্রিকাটিকে সচল রাখার জন্য বিজ্ঞাপন ছাপানোর পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কারণ বিজ্ঞাপন থেকেই সংবাদপত্রের প্রধান আয় উঠে আসে (অনিল কুমার রায়চৌধুরী, প্রভাতকুমার গোস্বামী ১৯৮৪, ১২)। বলা হয়ে থাকে যে Advertising is any paid form of non personal presentation and promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor ( Bolen, Wiley 1943, 04), যার প্রেক্ষিতে উক্ত পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় বিজ্ঞাপনের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল এবং অষ্টম সংখ্যায় সর্বপ্রথম চারটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে চাঁদপুরের বিখ্যাত বিড়ি ব্যবসায়ী গণেশ চন্দ্র সাহার প্রতিষ্ঠান ''মেঘনা বিড়ি" প্রদত্ত বিজ্ঞাপনের শুভেচ্ছাবাণী ছিলো, 'দেশের সেবা দশের সেবা, দশের সেবা দেশের সেবা'। স্পষ্টতই, প্রতীয়মান এ শুভেচ্ছাবাণী তৎকালীন যুদ্ধকে পূর্ণ সমর্থন করেছিলো। একই সংখ্যায় 'বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বীর মুক্তি ফৌজদের জানাই আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি' এ প্রীতিবার্তা প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার মদন মোহনতলা ষ্ট্রীটের শ্যামাপদ সাহার প্রতিষ্ঠান 'মদন মোহন ইয়ান ট্রেডিং'-এর বিজ্ঞাপনে। বিজ্ঞাপনটির এই কথাগুলো মুক্তিযুদ্ধ এবং যোদ্ধাদের প্রতি সমর্থনের গভীরতা সত্যিই বেশ উৎসাহ জাগানিয়া ছিল। শ্যামাপদ সাহা ছিলেন নারায়ণগঞ্জ টান বাজারের প্রসিদ্ধ সুতা ব্যবসায়ী। ১৪এ, গোরাচাঁদ রোড,কলিকাতা-১৪তে অবস্থিত বিষহরি কেমিক্যাল ওয়াকার্স প্রাঃ লিমিটেডের বিজ্ঞাপনে উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুতকৃত বেশকিছু ঔষধের নাম ও কার্যকারিতার উল্লেখ রয়েছে। তাদের শুভেচ্ছাবার্তায় লেখা ছিল, ''বাংলা দেশের মুক্তি যোদ্ধাদের শুভেচ্ছা জানাই।" উক্ত সংখ্যায় "মুক্তি সমাসন্ন ও জয়বাংলা" লেখা সিনেমার একটি পোস্টারও ছাপানো হয়েছিল যার প্রযোজক ছিলেন ধীরেন দাশগুপ্ত, পরিচালনায় উমা প্রসাদ মৈত্র, সংগীতে সুধীন দাশগুপ্ত ও কাহিনী চিত্রনাট্যে মিহির সেন। পোস্টারে দেখা যাচ্ছে, একজন নারী তার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাইছেন এক রাইফেলধারী পাক সৈন্যের পা জড়িয়ে ধরে। তাছাড়া খুবই হিংস্র চেহারার এক পাক সৈন্যসহ আরো পাঁচজন পাক সৈন্যের ছবি রয়েছে ঐ পোস্টারে। মাদ্রাজ সিনে ল্যাবরেটরী প্রযোজিত পরিবেশিত এ সিনেমার পোস্টারের অগ্রভাগে লেখা রয়েছে 'আঘাত যতই হানবে তুমি ততই জীবন জাগবে..." এ পোস্টারের প্রেরণা জাগানিয়া বার্তাটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও পক্ষেই ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, সে সময় মুক্তিযুদ্ধনির্ভর বহু সিনেমা ভারতে তৈরি হয়েছিলো, যা মূলত মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতাকে বর্হিবিশ্বে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বেশ সহযোগিতা করেছিলো।

পরবর্তী সংখ্যায় পূর্ববর্তী বিজ্ঞাপনগুলোর সাথে দেখা যায় আরো তিনটি নতুন বিজ্ঞাপন। তন্মধ্যে ওরিয়েন্টাল ট্রাভেল সার্ভিসের প্রীতিবার্তায় উল্লিখিত রয়েছে ''বাংলা দেশের নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধাদের অভিবাদন জানাই" এবং এ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের নাগরিকদের বিমান ও জাহাজে ভ্রমণের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিতে

পেরে আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। মূলত প্রতিষ্ঠানটি পাসপোর্ট, ভিসা, পরিচয়পত্র, সরকারী অনুমতি, হেলথ সার্টিফিকেটসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছাত্র বা ইমিগ্রান্টদের বিশেষ কনসেশনের ব্যবস্থা করে দিত বলে জানা যায়। চিত্রাঙ্গদা প্রকাশনা সংস্থার "বাংলাদেশ সংখ্যা" নামে একটি বিশেষ সংখ্যার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল এতে। বিজ্ঞাপনের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে ''বাংলাদেশ সরকারের শুভেচ্ছাধন্য" বিজয় নিশ্চিত অথবা ন্যায্য যুদ্ধের প্রতি সম্মান জানিয়েই বাণীটি উল্লেখিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ৭১/১, কলেজস্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হতে প্রকাশিত এ সংস্থার বিজ্ঞাপনে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত সত্যিকারের তথ্যনির্ভর লেখা ও ছবি প্রকাশের আগ্রহ দেখা গেছে। কলকাতার আরেকটি প্রকাশনা সংস্থা "আনন্দ"এর বিজ্ঞাপনে মুক্তিযুদ্ধের চলমান ঘটনা নিয়ে লেখক গাজী ইবনে সিরাজের "এগিয়ে চলো" সিরিজের "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, বাংগালীর সংগ্রামের দলিল" শীর্ষক বইয়ের প্রচারণা রয়েছে। এ প্রকাশনা সংস্থাগুলোর বিজ্ঞাপন নিপীড়িত মানুষের মনে মুক্তির তাড়না সৃষ্টি করেছিলো নিঃসন্দেহে। "জয়তুঃ স্বাধীন বাংলা" এ শুভেচ্ছা বার্তার পাওনিয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াকার্স প্রাঃ লিঃ নামক খেলনা প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন মাধ্যমে ছাপানো হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটি ১০১/১বি কড়েয়া রোড, কলিকাতা-১৭তে অবস্থিত। *জয়বাংলায়* বারোতম সংখ্যা "মেঘনা বিড়ি" প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তিত শুভেচ্ছাবার্তা 'সত্যের নাহি পরাজয়' লিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লিখিত কয়েকটি বইয়ের প্রচারণা দেখা যায় ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ প্রাঃ লিমিটেডের বিজ্ঞাপনে। যেমন, বেদুইন প্রকাশিত *'বাংলার রণাঙ্গনে রক্তের আল্পনা'* পরেশ ভট্টাচার্যের গ্রন্থ *মাঝি* ও *দুর্গম সুন্দর* এবং লেখক মেসবাহউদ্দিনের প্রকাশিতব্য বই 'বাংলা দেশ-স্বদেশ আমরা'। অন্যদিকে প্রচার ও প্রকাশনা সংস্থা যা মূলত কাজ করত বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সব ধরনের বইপত্র ও পত্রিকার জন্য তাদের বিজ্ঞাপনে *স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা* (সঠিক তারিখসহ ছবি ও কার্টুন সম্বলিত) এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি নামক দুটি বইয়ের প্রচারণা রয়েছে। Exide ব্যাটারীর একটি বিজ্ঞাপন এ সংখ্যায় প্রকাশিত হলেও তাতে কোনো প্রীতিবার্তা ছিল না।

তেরোতম সংখ্যায় অন্যান্য বিজ্ঞাপনের সাথে নতুন একটি বিজ্ঞাপন দেখা যায় যেখানে স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদের প্রকাশনা মুক্তধারার প্রকাশিত বইসমূহের প্রচারণা রয়েছে। উল্লেখ্যযোগ্য বইগুলো হলো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা দেশ সহায়ক সমিতি সম্পাদিত *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, বাংলাদেশের খ্যাতনামা লেখকদের সংকলিত প্রবন্ধ সম্বলিত *রক্তাক্ত বাংলা*, সত্যেন সেন রচিত *প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ*, আহমেদ ছফা রচিত *জাগ্রত বাংলাদেশ*, আব্দুল গাফফার চৌধুরী রচিত *তিনমাসের দিনলিপি* এবং মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট গল্পকারদের সংকলিত গল্প নিয়ে রচিত *বাংলাদেশ কথা কয়* সহ অন্যান্য বইয়ের বিজ্ঞাপন। অনুপ্রেরণাদায়ক এসব বইয়ের প্রচারণার সাথে সংযুক্ত ছিলো মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা অনুধাবন সহায়ক বার্তা 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি বুঝতে হলে বাংলাদেশের লেখকদের বই পড়ুন'। যেহেতু তৎকালীন মানুষের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ ছিলো তাই উক্ত বইগুলো সন্দেহাতীতভাবে বাংলার মানুষের চিন্তাজগতে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে সুপ্রভাব ফেলেছিল বলা যায়। নিয়মিত বিজ্ঞাপনসমূহের সাথে নতুন একটি বিজ্ঞাপন দেখা যায় ১৪তম সংখ্যায়। এটি ছিলো দে'জ মেডিকেলের তৈরি কেয়ো কার্পিন কেশ তৈলএর বিজ্ঞাপন। এতে তেলের উপকারিতা সম্পর্কে লেখা থাকলেও এতে কোনো প্রকার শুভেচ্ছাবার্তা ছিল না। ষোলোতম সংখ্যায় ইন্ডিয়ান

অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেডের বইয়ের বিজ্ঞাপনে দেখা যায় সুসাহিত্যিক হাসান মুরশিদের *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি* নামক বইটির প্রচারণা ও ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা গাজী-উল-হকের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় লিখিত বাংলা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি প্রামান্য দলিল *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম* বইয়ের প্রচারণা। আঠারোতম সংখ্যায় দুটো নতুন বিজ্ঞাপন দেখা যায় তম্মধ্যে একটি ছিলো হরিপদ নন্দী এ্যাসোসিয়েটসের আসন্ন পূজা উপলক্ষে তৈরি পোষাকের বিজ্ঞাপন এবং অন্যটি ছিল গ্লুকোডেক্স লেবরেটরী প্রাইভেট লিমিটেডের ঔষধের বিজ্ঞাপন। এগুলোতে অবশ্য কোনো বার্তা ছিলোনা। উনিশতম সংখ্যায় নিয়মিত বিজ্ঞাপনগুলোর সাথে বিজ্ঞাপন বিষয়ক খুঁটিনাটি কিছু তথ্য পাওয়া যায় যা ছিল নিম্নরূপ:

| | |
|---|---|
| বর্তমান পৃষ্ঠা সংখ্যা | ১২ |
| মোটামুটি সাইজ | ১০১/২X১৭১/২ |
| মোট কলম | ৪ |
| কলমের মাপ | ২//X ১৪// |

বিজ্ঞাপন গ্রহণের শেষ তারিখ প্রতি মঙ্গলবার, বিজ্ঞাপনের হার প্রতি কলম ইঞ্চি প্রতিবার ১৫ টাকা; এছাড়া পত্রিকার ঠিকানাসহ বিজ্ঞাপন পাঠানোর প্রেক্ষিতে কমিশন প্রদান ও এর মূল্য পরিশোধের নিয়ম স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে এতে। এর পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে নতুন কোনো বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়নি। তবে ব্যতিক্রম ঘটেছে ৩১তম সংখ্যায় মেঘনা বিড়ির বিজ্ঞাপনে। এতে দেখা যায়, বিজ্ঞাপনের ভাষা বদলেছে এবং আরো সুগঠিতভাবে বিজ্ঞাপনের নকশা করা হয়েছে। যেমন, বিজ্ঞাপনের উপরের দিকে দুই কোণে জয়বাংলা লেখা রয়েছে এবং শুভেচ্ছা বার্তায় ব্যাপক পরিবর্তনসহ লিখিত আছে, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি লাভের মহান শুভলগ্নে – বাংলাদেশ সরকার এবং জনসাধারণ ও সর্ব্বোপরি সংগ্রামী মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধাদের আমি ও আমার পরিবারবর্গ এবং প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই–গণেশ চন্দ্র সাহা। উল্লেখ্য এ সংখ্যাটি ১৯৭১ সালের ১০ই ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়েছিল যার মাত্র ছয়দিন পরই বাংলাদেশ যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ করে। স্পষ্টত বোঝা যায়, দেশের মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী জেনেই এ শুভেচ্ছাবার্তা প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকায়। বিজ্ঞাপনের ভাষা জনগণের মস্তিষ্কে যে সুদৃঢ়প্রভাব ফেলে এই বিজ্ঞাপন তারই প্রমাণ। প্রখ্যাত বিজ্ঞাপন গবেষক Rosser Reeves বলেন, Someone once defined advertising as, "The art of moving an idea from one man's head into the head of another" (Reeves 1961, 92). বিজ্ঞাপনসমূহের শুভেচ্ছা বার্তার ভাষা পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দেশের সাধারণ জনগণের জোরালো সমর্থন ছিল। যোদ্ধাদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা আর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে একইসাথে অসীম আস্থাবোধও প্রকাশ পেয়েছে। খুব সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছাবার্তায় দৃঢ় ও সঠিক শব্দের ব্যবহারে ফুটে উঠেছে দেশপ্রেমের গভীরতা।

**উপসংহার**

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির এ যাবতকালের শ্রেষ্ঠ অর্জন এবং এ অর্জনের পশ্চাতে নূন্যতম ত্যাগ স্বীকারকারী প্রত্যেকের অবদান রয়েছে। এসব ত্যাগের কল্যাণেই আজ আমরা মুক্তির আনন্দ পেয়েছি। যুদ্ধের ময়দানে লড়ে যাওয়া যোদ্ধাদের, তাঁদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উৎসাহ যোগাতে তৎকালীন সকল প্রচেষ্টার সাথে পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের শুভেচ্ছাবার্তাসমূহও দারুইভাবে সহযোগিতা করেছিল। প্রবন্ধে উল্লেখিত বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞায় স্পষ্টত বলা হয়েছে কোনকিছু সম্পর্কে জনগণকে বিশেষভাবে জানানোই হচ্ছে বিজ্ঞাপনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। *জয়বাংলা* পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনসমূহ উল্লেখিত সূত্র ধরে বিভিন্ন পণ্যের বাজার বৃদ্ধিকরণের পাশাপাশি মুক্তিকামী জনগণের চেতনায় একটি স্বাধীন দেশের প্রয়োজনীয়তা ও এ উদ্দেশ্যে লড়াই করে যাওয়া যোদ্ধাদের পক্ষে যৌক্তিক অবস্থান তুলে ধরেছিল। পণ্যের বিবরণ ও পণ্যের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ভাষার সারল্য লক্ষণীয়। একই সাথে প্রবন্ধে উল্লেখিত বিজ্ঞাপনসমূহে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে সহজ ও সরল বক্তব্য দেখা গেছে যা মূলত তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের জন্যই বর্ণিত। উক্ত পত্রিকাটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলেও বিজ্ঞাপনদাতা বেশকিছু সংস্থার অবস্থান ছিল যুদ্ধরত বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার অপরাধে বিশেষ করে যেসব বিজ্ঞাপনে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে অবস্থান নেওয়ার উন্মুক্ত ঘোষণায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রোশের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো সন্দেহাতীতভাবে বৈপ্লবিক ভূমিকা রেখেছিল। তাছাড়া কলকাতাকেন্দ্রিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিজ্ঞাপনে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি জানানো হয়েছিলো যা মূলত বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থানকে সুদৃঢ় ভিত্তিপ্রদান করেছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ একটি অনন্য অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত যার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত সকল রাজনীতিবিদ, সকল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সার্বিক সহায়তাকারীসহ বিজ্ঞাপনের মত ক্ষুদ্র অথচ কার্যকরী তথ্য সঞ্চালনকারী প্রক্রিয়া স্বমহিমায় উজ্জ্বল। বাংলাদেশ সরকারের মুখপত্র হিসেবে সাপ্তাহিক *জয়বাংলা* পত্রিকাটি দেশ ও দেশের বাইরে সাধারণ জনগণের সম্মুখে পাকিস্তানিদের বর্বরতা যেমন তুলে ধরেছিলো, তেমনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা ও প্রবল প্রতিরোধ ব্যবস্থার চিত্রও তুলে এনেছিলো। একইসাথে সরকারিভাবে রেজিস্টার্ড এ পত্রিকার বিজ্ঞাপনের শুভেচ্ছাবার্তাও যুদ্ধে বাঙালিদের পক্ষে পূর্ণ সমর্থন হিসেবে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছিলো বলে প্রতীয়মান হয়েছে। দৃঢ় মনোবল তৈরিতে এসব শুভেচ্ছাবার্তা অসামান্য অবদান রেখেছিলো যা অনস্বীকার্য।

## তথ্যপঞ্জি

অনু ইসলাম (সম্পা.), *জয়বাংলা*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৭।

অনিল কুমার রায়চৌধুরী, প্রভাতকুমার গোস্বামী, *বিজ্ঞাপন বিদ্যা*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮৪।

অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি:, ঢাকা, ১৯৮৮।

আবুল মনসুর আহমেদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৫।

জয়দীপ দে, *কলকাতার পত্রিকায় প্রকাশিত 'একাত্তরের কার্টুন'*, জলধি, ঢাকা, ২০২০।

দৈনিক *প্রথম আলো*, ২২তম বর্ষ, ১১ মার্চ, ২০২০।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *বিষয় বিজ্ঞাপন*, লিপিকা, কলকাতা, ১৯৯৮।

ফারুক আজম খান, *বসন্ত ১৯৭১*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫।

মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, আগামী প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৭৪।

মোঃ মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯।

মুনতাসির মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ছিন্ন দলিলপত্র*, অন্যন্যা, ঢাকা, ২০১১।

হাসিনা আহমেদ, *১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধের পত্রপত্রিকা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১১।

Bolen, William H., John Wiley & Sons, *Advertising,* New York, USA, 1943.

Reeves, Rosser, *Reality in Advertising,* Alfred A. Knopf, Inc. New York, 1961.

Sheikh Hasina, *Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman*, Vol-1 (19944-19956), Hakkani Publishers, Dhaka, 2018.

Weilbacher, William M., *Advertising,* Collier Macmillon Publishers, London, 1979.

**পরিশিষ্ট ১**

# বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা ও মুক্তিফৌজ কেন্দ্রে এবং বাংলাদেশের বাইরে 'জয় বাংলা' পত্রিকার জন্যে এজেন্ট আবশ্যক। তাদের নির্দিষ্ট হারে কমিশন দেয়া হবে।

*  *  *

'জয় বাংলায়' প্রকাশের জন্যে বাংলাদেশের বর্তমান মুক্তি যুদ্ধ, মুক্তি যুদ্ধের পটভূমিকা, পশ্চিম পাকিস্তান বাহিনীর নৃশংসতা এবং দেশাত্মমূলক লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের এব্যাপারে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

*  *  *

যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়ে 'জয় বাংলা' ও বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধকে সাহায্য করতে চান, তাঁদেরকে আমাদের সাথে পত্রযোগে বা সরাসরি যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

যোগাযোগের ঠিকানা :
কর্মাধ্যক্ষ, সাপ্তাহিক জয় বাংলা

হেড অফিস :

মুজিব নগর, বাংলাদেশ
অথবা
তথ্য, গণ-সংযোগ ও প্রচার বিভাগ
বাংলাদেশ মিশন
৯, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা—১৭।

সূত্রঃ সাপ্তাহিক *জয়বাংলা*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১১ ই মে, ১৯৭১, চার।

## পরিশিষ্ট ২

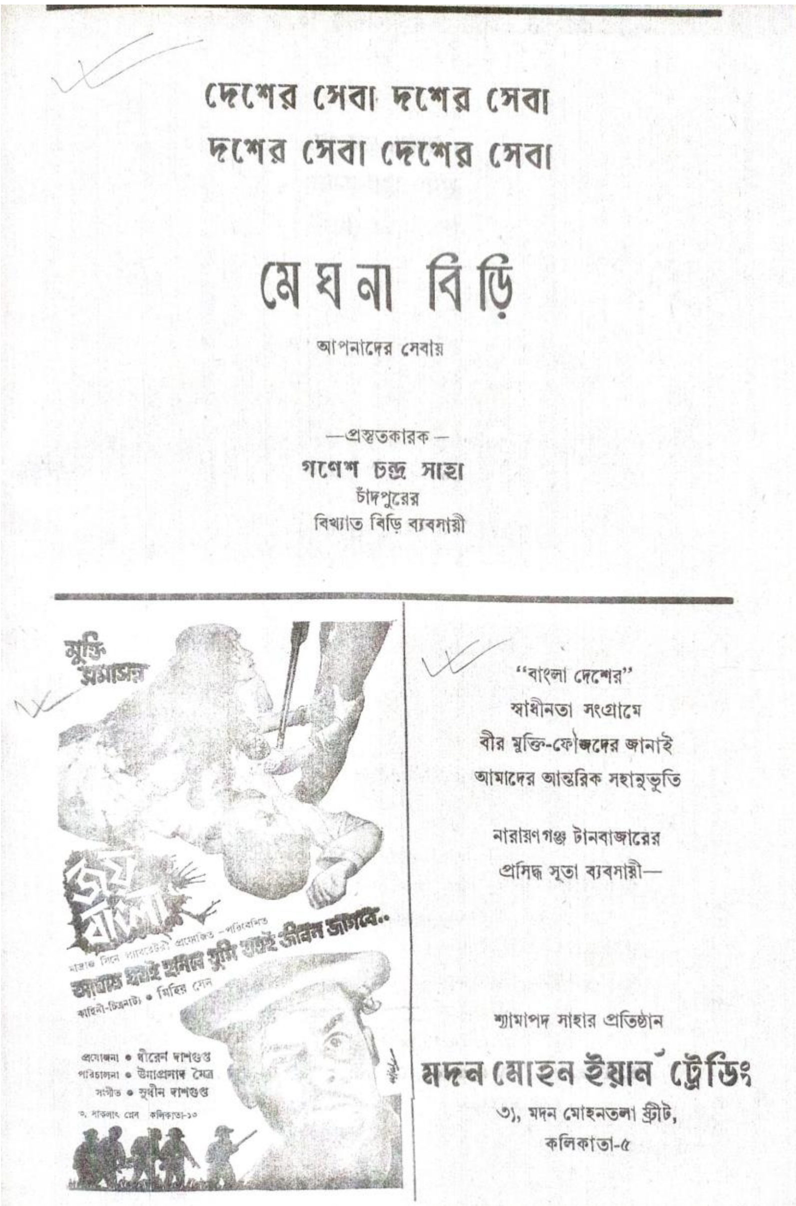

দেশের সেবা দশের সেবা
দশের সেবা দেশের সেবা

মেঘনা বিড়ি

আপনাদের সেবায়

—প্রস্তুতকারক—
গণেশ চন্দ্র সাহা
চাঁদপুরের
বিখ্যাত বিড়ি ব্যবসায়ী



"বাংলা দেশের"
স্বাধীনতা সংগ্রামে
বীর মুক্তি-ফৌজদের জানাই
আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি

নারায়ণগঞ্জ টানবাজারের
প্রসিদ্ধ সূতা ব্যবসায়ী—

শ্যামাপদ সাহার প্রতিষ্ঠান
মদন মোহন ইয়ার্ন ট্রেডিং
৩১, মদন মোহনতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-৫

সূত্র: সাপ্তাহিক *জয়বাংলা*, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২রা জুলাই, ১৯৭১, ছয়।

**পরিশিষ্ট ৩**

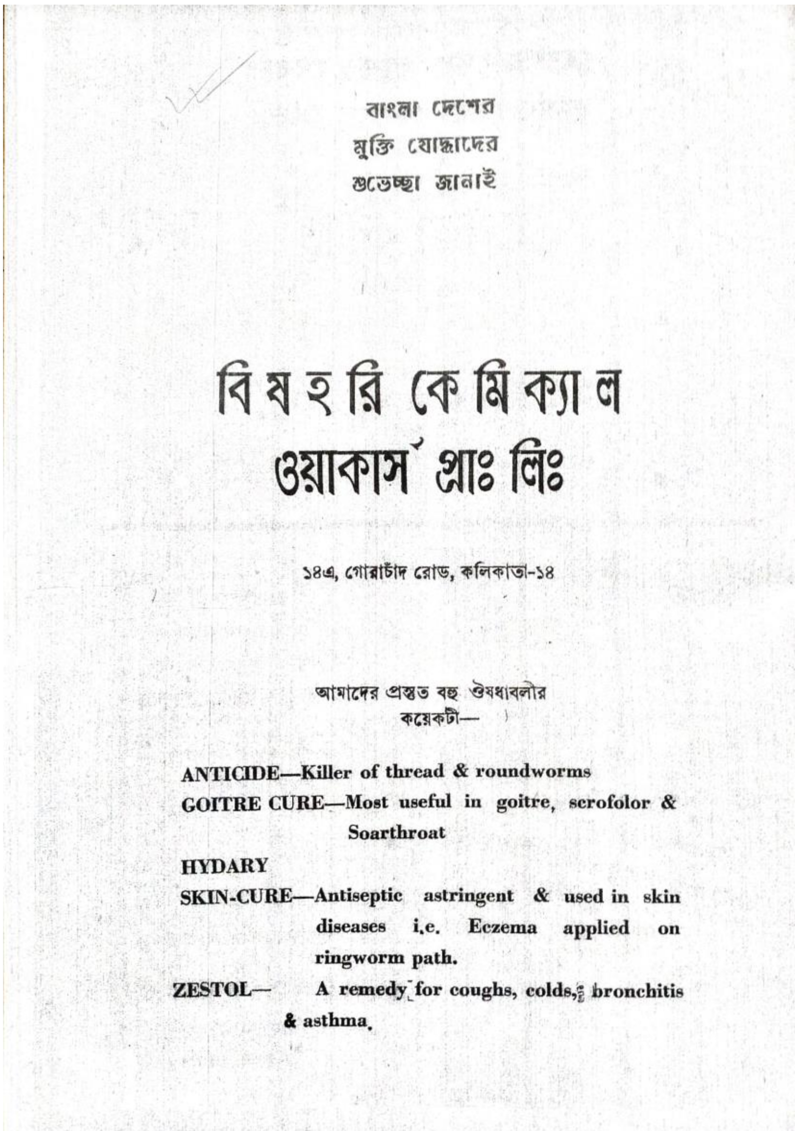


সূত্রঃ সাপ্তাহিক *জয়বাংলা*, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২রা জুলাই, ১৯৭১, পৃ. আট।

**পরিশিষ্ট ৪**

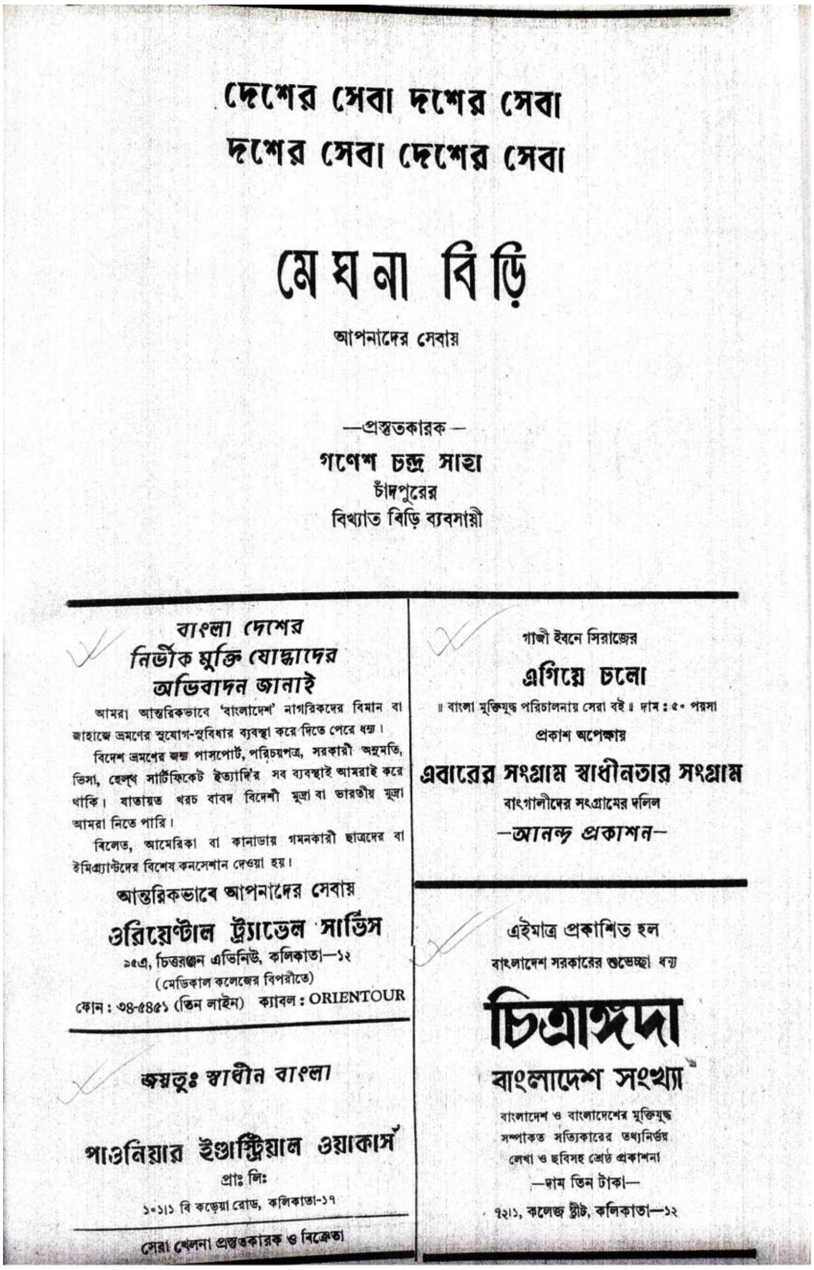

দেশের সেবা দশের সেবা
দশের সেবা দেশের সেবা

মেঘনা বিড়ি

আপনাদের সেবায়

—প্রস্তুতকারক—
গণেশ চন্দ্র সাহা
চাঁদপুরের
বিখ্যাত বিড়ি ব্যবসায়ী

বাংলা দেশের
নির্ভীক মুক্তি যোদ্ধাদের
অভিবাদন জানাই

আমরা আন্তরিকভাবে 'বাংলাদেশ' নাগরিকদের বিমান বা জাহাজে ভ্রমণের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিতে পেরে ধন্য।

বিদেশ ভ্রমণের জন্য পাসপোর্ট, পরিচয়পত্র, সরকারী অনুমতি, ভিসা, হেল্‌থ সার্টিফিকেট ইত্যাদি'র সব ব্যবস্থাই আমরাই করে থাকি। যাতায়ত খরচ বাবদ বিদেশী মুদ্রা বা ভারতীয় মুদ্রা আমরা নিতে পারি।

বিলেত, আমেরিকা বা কানাডায় গমনকারী ছাত্রদের বা ইমিগ্র্যান্টদের বিশেষ কনসেশান দেওয়া হয়।

আন্তরিকভাবে আপনাদের সেবায়
ওরিয়েণ্টাল ট্র্যাভেল সার্ভিস
১৫এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১২
(মেডিকাল কলেজের বিপরীতে)
ফোন: ৩৪-৫৪৫১ (তিন লাইন) ক্যাবল: ORIENTOUR

জয়তুঃ স্বাধীন বাংলা

পাওনিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াকার্স
প্রাঃ লিঃ
১০১।১ বি কড়েয়া রোড, কলিকাতা-১৭
সেরা খেলনা প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা

গাজী ইবনে সিরাজের
এগিয়ে চলো
॥ বাংলা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় সেরা বই ॥ দাম: ৫০ পয়সা
প্রকাশ অপেক্ষায়
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম
বাংগালীদের সংগ্রামের দলিল
—আনন্দ প্রকাশন—

এইমাত্র প্রকাশিত হল
বাংলাদেশ সরকারের শুভেচ্ছা ধন্য
চিত্রাঙ্গদা
বাংলাদেশ সংখ্যা
বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পাকত সত্যিকারের তথ্যনির্ভর লেখা ও ছবিসহ শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা
—দাম তিন টাকা—
৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূত্র: সাপ্তাহিক *জয়বাংলা*, ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৯ই জুলাই, ১৯৭১, পৃ. ১১।

## পরিশিষ্ট ৫

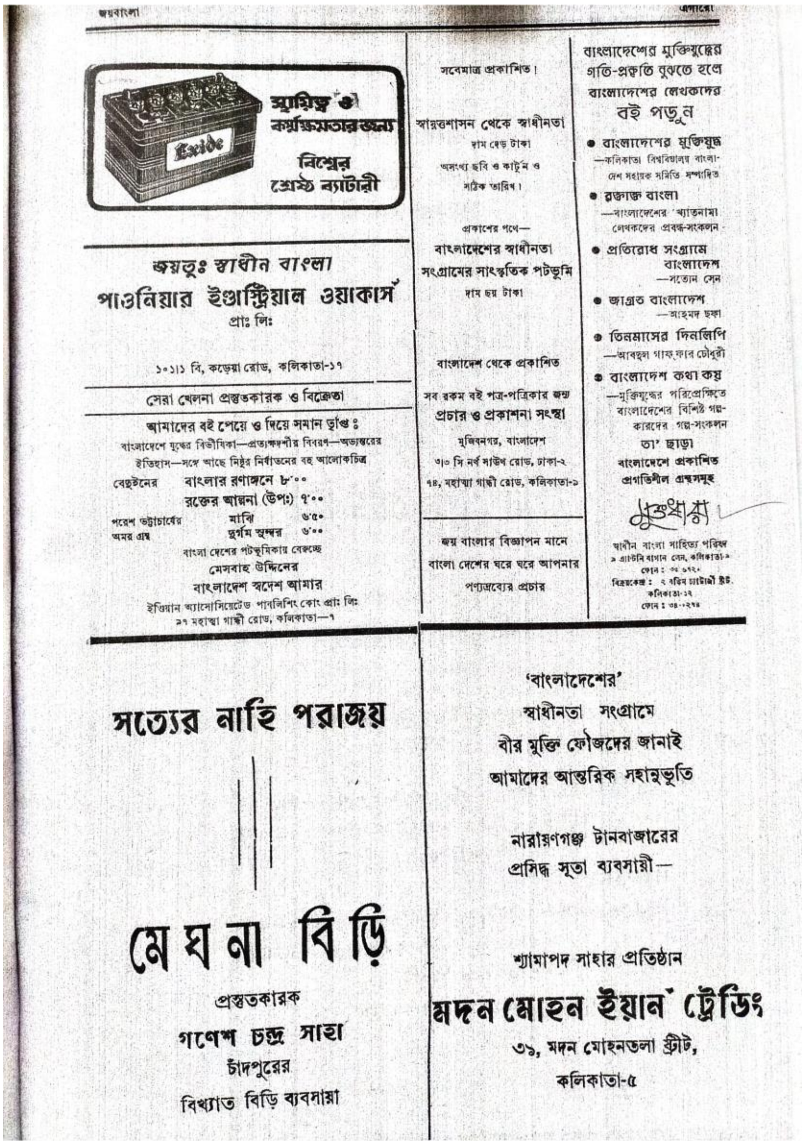
জয়বাংলা

এগারো

স্থায়িত্ব ও কর্মক্ষমতার জন্য
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাটারী

জয়তুঃ স্বাধীন বাংলা
পাওনিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াকার্স
প্রাঃ লিঃ
১০।১১ বি, কড়েয়া রোড, কলিকাতা-১৭

সেরা খেলনা প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি ঃ
বাংলাদেশে যুদ্ধের বিভীষিকা—প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ—অভ্যন্তরের ইতিহাস—সঙ্গে আছে নিষ্ঠুর নির্যাতনের বহু আলোকচিত্র
বেদুইনের বাংলার রণাঙ্গনে ৮·০০
রক্তের আয়না (উপঃ) ৭·০০
পরেশ ভট্টাচার্যের অমর গ্রন্থ মাঝি ৬·৫০
দুর্গম সুন্দর ৬·০০
বাংলা দেশের পটভূমিকায় বেরুচ্ছে
মেসবাহ উদ্দিনের
বাংলাদেশ স্বদেশ আমার
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ
৯৭ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

সবেমাত্র প্রকাশিত।
স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা
দাম দেড় টাকা
অসংখ্য ছবি ও কার্টুন ও সঠিক তারিখ।

প্রকাশের পথে—
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি
দাম ছয় টাকা

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত
সব রকম বই পত্র-পত্রিকার জন্য
প্রচার ও প্রকাশনা সংস্থা
মুজিবনগর, বাংলাদেশ
৩।৩ সি নর্থ সাউথ রোড, ঢাকা-২
৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

জয় বাংলার বিজ্ঞাপন মানে
বাংলা দেশের ঘরে ঘরে আপনার
পণ্যদ্রব্যের প্রচার

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি বুঝতে হলে বাংলাদেশের লেখকদের
বই পড়ুন
● বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি সম্পাদিত
● রক্তাক্ত বাংলা
—বাংলাদেশের খ্যাতনামা লেখকদের প্রবন্ধ-সংকলন
● প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ
—সত্যেন সেন
● জাগ্রত বাংলাদেশ
—আহমদ ছফা
● তিনমাসের দিনলিপি
—আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী
● বাংলাদেশ কথা কয়
—মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট গল্পকারদের গল্প-সংকলন
তা' ছাড়া
বাংলাদেশে প্রকাশিত
প্রগতিশীল গ্রন্থসমূহ
মুক্তধারা
স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ
৯ এ্যাণ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৯
বিক্রয়কেন্দ্র : ২ নবীন চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সত্যের নাহি পরাজয়
মেঘনা বিড়ি
প্রস্তুতকারক
গণেশ চন্দ্র সাহা
চাঁদপুরের
বিখ্যাত বিড়ি ব্যবসায়ী

'বাংলাদেশের'
স্বাধীনতা সংগ্রামে
বীর মুক্তি ফৌজদের জানাই
আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি
নারায়ণগঞ্জ টানবাজারের
প্রসিদ্ধ সূতা ব্যবসায়ী—
শ্যামাপদ সাহার প্রতিষ্ঠান
মদন মোহন ইয়ার্ন ট্রেডিং
৩১, মদন মোহনতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-৫

সূত্রঃ সাপ্তাহিক *জয়বাংলা*, ১ম বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা, ৬ই অগাস্ট, ১৯৭১, পৃ. ১১।

## পরিশিষ্ট ৬

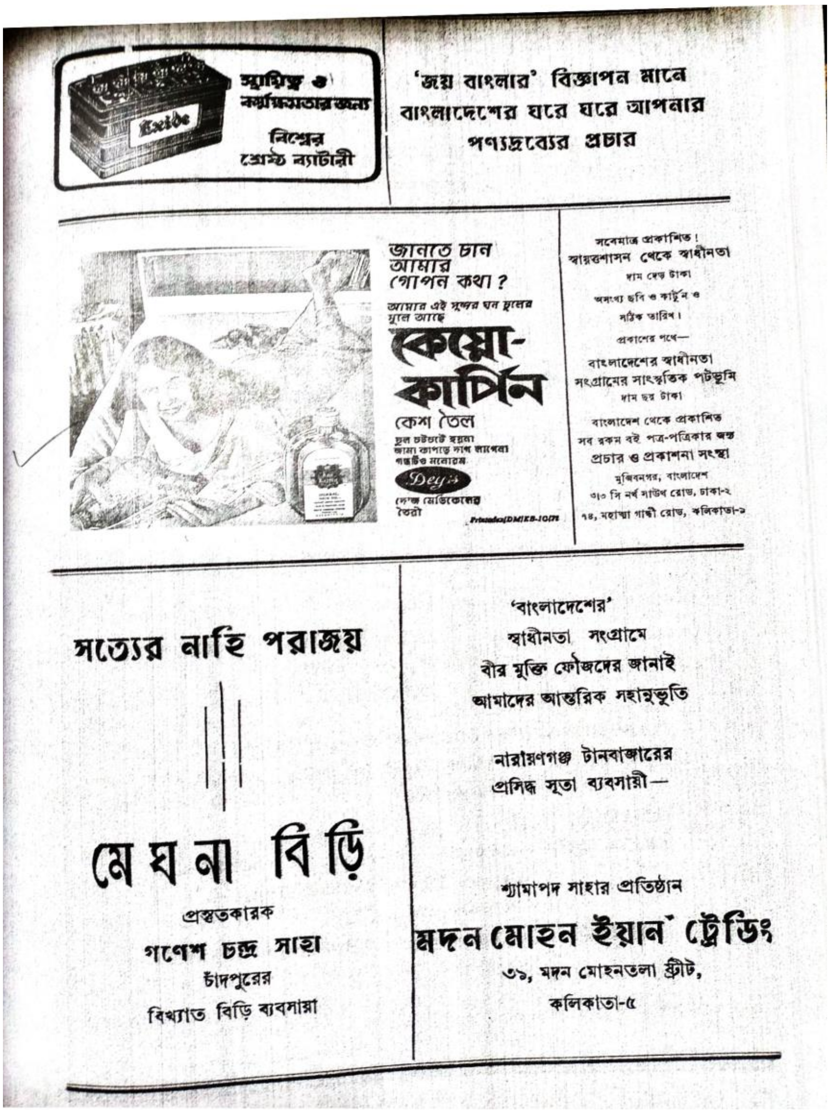


সূত্র: সাপ্তাহিক *জয়বাংলা*, ১ম বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা, ১৩ই অগাস্ট, ১৯৭১, পৃ. ১১।

## পরিশিষ্ট ৭

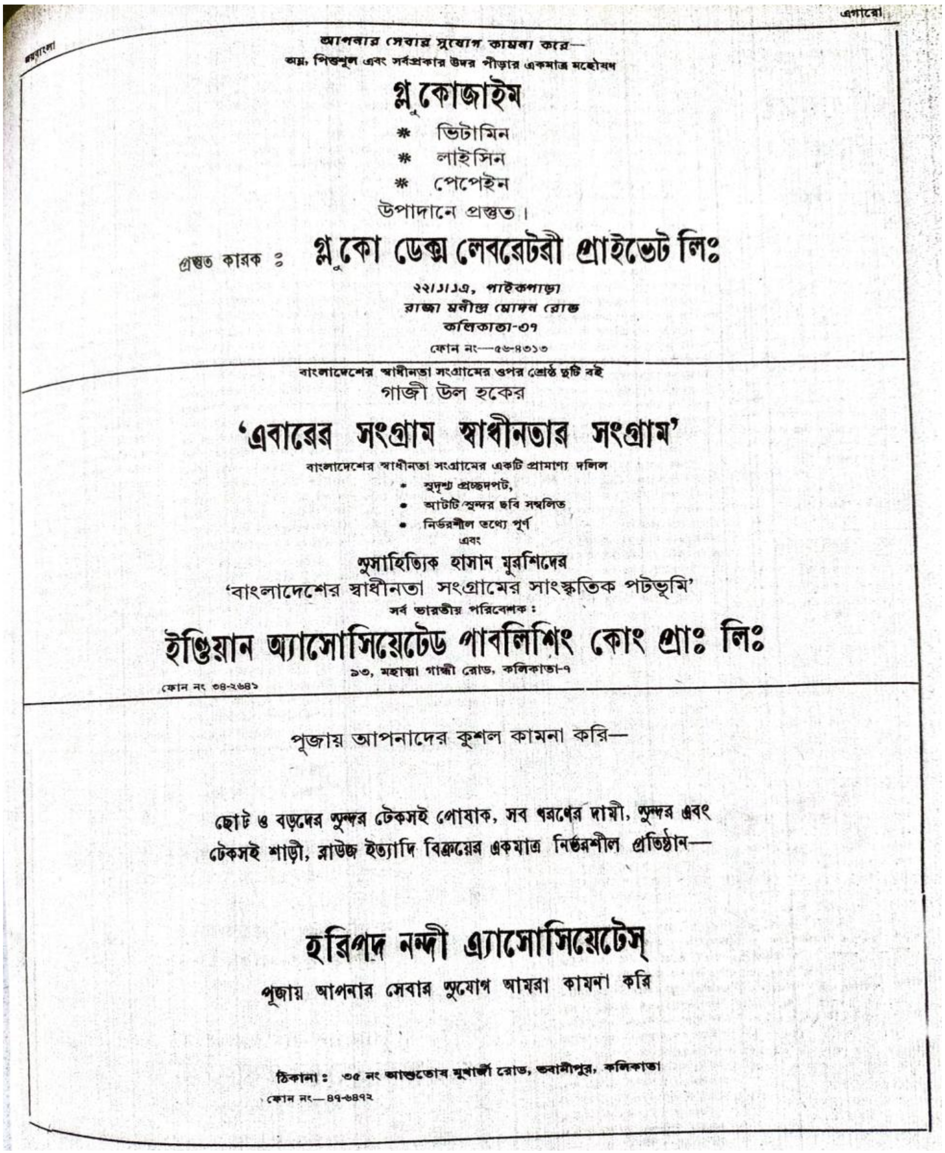

জয়বাংলা

এগারো

আপনার সেবার সুযোগ কামনা করে—

অম্ল, পিত্তশূল এবং সর্বপ্রকার উদর পীড়ার একমাত্র মহৌষধ

**গ্লুকোজাইম**

* ভিটামিন

* লাইসিন

* পেপেইন

উপাদানে প্রস্তুত।

প্রস্তুত কারক ঃ **গ্লুকো ডেক্স লেবরেটরী প্রাইভেট লিঃ**

২২/১/১এ, পাইকপাড়া

রাজা মনীন্দ্র মোহন রোড

কলিকাতা-৩৭

ফোন নং—৫৬-৪৩১৩

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর শ্রেষ্ঠ দুটি বই

গাজী উল হকের

**'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'**

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি প্রামাণ্য দলিল

- সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট,
- আটটি সুন্দর ছবি সম্বলিত
- নির্ভরশীল তথ্যে পূর্ণ

এবং

সুসাহিত্যিক হাসান মুরশিদের

'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি'

সর্ব ভারতীয় পরিবেশক :

**ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ**

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

ফোন নং ৩৪-২৬৪১

পূজায় আপনাদের কুশল কামনা করি—

ছোট ও বড়দের সুন্দর টেকসই পোষাক, সব ধরণের দামী, সুন্দর এবং টেকসই শাড়ী, ব্লাউজ ইত্যাদি বিক্রয়ের একমাত্র নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান—

**হরিপদ নন্দী এ্যাসোসিয়েটেস্**

পূজায় আপনার সেবার সুযোগ আমরা কামনা করি

ঠিকানা ঃ ৩৫ নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন নং—৪৭-৬৪৭২

সূত্রঃ সাপ্তাহিক *জয়বাংলা*, ১ম বর্ষ, ২২শ সংখ্যা, ৮ই অক্টোবর, ১৯৭১, পৃ. পাঁচ।